রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ২৭, ২০১৬

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
নারায়ণগঞ্জ।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৪ আশ্বিন ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ।

এস,আর,ও নং-২৯৪-আইন/২০১৬।—স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর ধারা ১২২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কর্পোরেশন, সরকারের নির্দেশক্রমে, নিম্নরূপ উপ-আইন প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম।**—এই উপ-আইন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন মার্কেট উপ-আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই উপ-আইনে-

(১) "**আইন**" অর্থ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন);

(২) "**কর্পোরেশন**" অর্থ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন;

(৩) "**দোকান**" অর্থ মার্কেটের লে-আউট প্লানভুক্ত নির্মিত, নির্মাণাধীন বা নির্মিতব্য কোন দোকান, ষ্টল, অফিসিয়াল স্পেস, বা কোন ষ্ট্যান্ড;

(৪) "**পরিবার**" অর্থ স্ত্রী বা স্বামী বা তাহার উপর নির্ভরশীল পুত্র বা কন্যা;

(৫) "**প্রশাসক**" অর্থ আইনের ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশাসক;

(৬) "**ফরম**" অর্থ এই উপ-আইনের ফরম;

মূল্য ঃ টাকা ১৬.০০

(৭) "**বরাদ্দ কমিটি**" অর্থ অনুচ্ছেদ ৩ এর অধীন গঠিত দোকান বরাদ্দ কমিটি;

(৮) "বরাদ্দ গ্রহীতা" বা ''**বরাদ্দ প্রাপক**'' অর্থ কোন দোকানের বরাদ্দ গ্রহীতা বা বরাদ্দ প্রাপক; এবং

(৯) "**মার্কেট**" অর্থ কর্পোরেশনের মালিকানাধীন ভূমির উপর নির্মিত বা স্থাপিত কোন বাজার বা হাট, ভবন বা অন্য কোন স্থাপনা ও তৎসংলগ্ন কোন ভূমি, যদি থাকে, অথবা সরকারের মালিকানাধীন সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত কোন ভূমির উপর নির্মিত বা স্থাপিত কোন বাজার বা হাট, ভবন বা অন্য কোন স্থাপনা ও তৎসংলগ্ন কোন ভূমি, যদি থাকে, যাহার উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে।

(২) এই উপ-আইনে যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **বরাদ্দ কমিটি**।—(১) মার্কেটের দোকান বরাদ্দের জন্য একটি বরাদ্দ কমিটি থাকিবে, এবং উক্ত কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ—

(ক) কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পদাধিকারবলে, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের ১ (এক) একজন কর্মকর্তা;

(গ) মেয়র কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নির্বাচিত ১ (এক) জন পুরুষ ও ১ (এক) জন মহিলা কাউন্সিলর, তবে নির্বাচিত প্রতিনিধি না থাকিলে প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত কর্পোরেশনের ১ (এক) জন পুরুষ ও ১ (এক) জন মহিলা কর্মকর্তা;

(ঘ) কর্পোরেশনের সচিব, পদাধিকারবলে;

(ঙ) কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী, পদাধিকারবলে;

(চ) কর্পোরেশনের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, পদাধিকারবলে;

(ছ) কর্পোরেশনের প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, পদাধিকারবলে;

(জ) কর্পোরেশনের আইন কর্মকর্তা, পদাধিকারবলে;

(ঝ) কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা; এবং

(ঞ) কর্পোরেশনের উপ-প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা (বাজার) পদাধিকারবলে যিনি ইহার সচিবও হইবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর দফা (গ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ০২ (দুই) বৎসর মেয়াদের জন্য স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) মেয়র উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে যে কোন মনোনীত সদস্যকে, কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে, তাহার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন এবং তদস্থলে উপযুক্ত নূতন কোন কাউন্সিলরকে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবেন; বা

(খ) উক্তরূপে মনোনীত কোন সদস্য যে কোন সময় মেয়রকে উদ্দেশ্য করিয়া তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

৪। **বরাদ্দ কমিটির কার্যাবলি**।—বরাদ্দ কমিটির কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) দোকান বরাদ্দের সুপারিশ প্রণয়ন এবং উহা মেয়রের নিকট উপস্থাপন;

(খ) এই উপ-আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মার্কেটের সালামি, দোকানের ভাড়া, ফি ও সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ বা পুনঃনির্ধারণের জন্য কর্পোরেশনের নিকট সুপারিশ প্রেরণ;

(গ) প্রতি ৩ (তিন) বৎসর অন্তর দোকানের ভাড়া বৃদ্ধি বা পুনঃনির্ধারণের জন্য কর্পোরেশনের নিকট সুপারিশ প্রেরণ; এবং

(ঘ) অস্থায়ীভাবে প্রদত্ত বরাদ্দসমূহকে স্থায়ীকরণের লক্ষ্যে কর্পোরেশনের নিকট সুপারিশ প্রেরণ।

৫। **বরাদ্দ কমিটির সভা**।—(১) এই উপ-আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বরাদ্দ কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বরাদ্দ কমিটির সভা, উহার সভাপতির সম্মতিক্রমে উহার সদস্য সচিব কর্তৃক আহুত হইবে এবং সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) সভাপতি বরাদ্দ কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) অন্যূন ৬ (ছয়) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৫) সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

৬। **দোকান বরাদ্দের অনুপাত**।—(১) এই উপ-আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দোকান বরাদ্দ প্রদান করিতে হইবে।

(২) অনুচ্ছেদ (১) এর বিধান সাপেক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে বরাদ্দ প্রদানের পর মার্কেট এর অবশিষ্ট নির্মিত, নির্মাণাধীন বা নির্মিতব্য দোকানসমূহ, নিম্নবর্ণিত অনুপাতে বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে, যথা:—

(ক) ৭০% (শতকরা সত্তর ভাগ) সাধারণ প্রার্থীদের জন্য এবং তন্মধ্যে ১০% (শতকরা দশ ভাগ) মহিলা উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ীদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে;

(খ) ৩০% (শতকরা ত্রিশ ভাগ) মেয়র বা প্রশাসক বরাদ্দ প্রদান করিবেন, যাহার মধ্যে নিম্নবর্ণিত অনুপাতে দোকান সংরক্ষিত থাকিবে-

(অ) ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) দোকান সনদপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা বা তাহার পরিবারের কোন সদস্যের জন্য বা জাতীয় পর্যায়ে অবদান রাখিয়াছেন এইরূপ কোন ব্যক্তি বা তাহার পরিবারের কোন সদস্যের জন্য;

(আ) ৩% (শতকরা তিন ভাগ) দোকান অত্র কর্পোরেশনে বা স্থানীয় সরকার বিভাগে কর্মরত র্কমকর্তা বা কর্মচারীদের জন্য;

তবে শর্ত থাকে যে, চাকুরীকালীন সময় কেউ আকস্মিকভাবে বা দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া মৃত্যুবরণ করিলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পোষ্যগণ বা পঙ্গুত্ববরণ করিলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে;

(ই) ২% (শতকরা দুই ভাগ) প্রতিবন্ধীদের জন্য।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (খ) তে বর্ণিত দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে আবেদন স্বল্পতার কারণে কোন দোকান বরাদ্দ প্রদান করা সম্ভব না হইলে উক্ত দোকান উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (ক) তে বর্ণিত সাধারণ প্রার্থীদের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (ক) এর অধীন মহিলা উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ীদের জন্য দোকান বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব একই তলায় ও পাশাপাশি বরাদ্দ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা: এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি" অর্থ এইরূপ কোন ব্যক্তি যিনি, কোন স্থানে মার্কেট নির্মাণের পূর্বে উক্ত স্থানে কর্পোরেশন কর্তৃক স্থায়ী বা অস্থায়ী বৈধ বরাদ্দ প্রাপক বা ব্যবসায়রত ছিলেন বা মার্কেট নির্মাণের কারণে উক্ত স্থানে তাহার ভবন, ভূমির মালিকানা বা ব্যাবসা হারাইয়াছেন।

৭। **দোকান বরাদ্দের নিয়মাবলী।**—(১) অনুচ্ছেদ ৬ এর—

(ক) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে দোকান মেয়র বা প্রশাসক কর্তৃক সরাসরি কর্পোরেশন নির্ধারিত মূল্যে,

(খ) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (ক) এর অধীন নির্মিত, নির্মাণাধীন বা নির্মিতব্য দোকান দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরদাতাকে, এবং

(গ) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (খ) এর অধীন সংরক্ষিত দোকান মেয়র বা প্রশাসক কর্তৃক সরাসরি কর্পোরেশন নির্ধারিত মূল্যে,

বরাদ্দ প্রদান করিতে হইবে।

(২) বরাদ্দ কমিটি অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত দোকানসমূহ বরাদ্দের লক্ষ্যে, বরাদ্দ প্রদানযোগ্য দোকানের সংখ্যা, পরিমাপ, সালামির টাকার পরিমাণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য উল্লেখ করিয়া কর্পোরেশনের নোটিশ বোর্ডে ও কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবে এবং বহুল প্রচারিত একটি জাতীয় ও একটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় ২ (দুই) দিন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে কর্পোরেশন তদকর্তৃক নির্ধারিত ফরমে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে দরপত্র আহবান করিবে।

(৩) দোকান বরাদ্দ গ্রহণের জন্য "ফরম-ক" অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ কর্পোরেশনের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৪) বরাদ্দ কমিটি উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীন আবেদন গ্রহণের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করিবে এবং উক্ত আবেদন গ্রহণের সময় শেষ হইলে পরবর্তী ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে উহা যাচাই-বাছাইক্রমে মেয়রের নিকট দোকান বরাদ্দের সুপারিশ দাখিল করিবে।

(৫) অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত নির্মিত দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে আবেদনকারী কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার অনুকূলে সালামির ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) অর্থ কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা প্রদান করিয়া পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট আবেদনের সহিত দাখিল করিবে।

(৬) উপ-অনুচ্ছেদ (৫) এ বর্ণিত সালামির অবশিষ্ট টাকা সাময়িক বরাদ্দপত্র প্রাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে ৩ (তিন) টি সমান কিস্তিতে কোন তফসিলি ব্যাংকে পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে পরিশোধ করিতে হইবে, তবে উহা এককালীনও পরিশোধ করা যাইবে।

(৭) অনুচ্ছেদ (৬) এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত নির্মাণাধীন বা নির্মিতব্য দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে আবেদনকারী কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার অনুকূলে সালামির ২০% (শতকরা বিশ ভাগ) অর্থ কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা প্রদান করিয়া পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট আবেদনের সহিত দাখিল করিবে।

(৮) উপ-অনুচ্ছেদ (৭) এ বর্ণিত সালামির অবশিষ্ট অর্থ সাময়িক বরাদ্দ প্রাপ্তির পর ৫টি (পাঁচটি) সমান কিস্তিতে কোন তফসিলি ব্যাংকে পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৯) উপ-অনুচ্ছেদ (৬) ও (৮) এ উল্লিখিত সালামির অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে বরাদ্দ বাতিল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং জমাকৃত সালামির ১০% (শতকরা দশ ভাগ) অর্থ কর্পোরেশনের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

(১০) উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এর অধীন সুপারিশ প্রদানের ক্ষেত্রে ১ (এক) টি দোকানের জন্য একাধিক ব্যক্তি একই দর উল্লেখ করিলে বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুচ্ছেদ ৮ এ উল্লেখিত পদ্ধতিতে লটারির মাধ্যমে বরাদ্দ প্রাপক নির্বাচন করিতে হইবে।

(১১) উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এর অধীন মেয়র বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক সুপারিশ প্রাপ্ত হইবার পরবর্তী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে উহা অনুমোদন করিবে বা যথাযথ কারণ থাকিলে উহা উল্লেখপূর্বক সুপারিশ পুনঃবিবেচনার জন্য বরাদ্দ কমিটির নিকট ফেরত পাঠাইতে পারিবে।

(১২) উপ-অনুচ্ছেদ (১১) এর অধীন সুপারিশ পুনঃবিবেচনার জন্য প্রাপ্ত হইলে বরাদ্দ কমিটি পরবর্তী ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে উহা পুনর্বিবেচনাক্রমে পুনরায় সুপারিশ প্রণয়ন করিয়া মেয়রের নিকট পেশ করিবে এবং মেয়র উহা প্রাপ্তির পরবর্তী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(১৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১১) এর অধীন অনুমোদন বা উপ-অনুচ্ছেদ (১২) এর অধীন সিদ্ধান্ত প্রদান সম্পন্ন হইলে, বরাদ্দকৃত দোকান নম্বর উল্লেখপূর্বক অনুমোদিত তালিকা ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে কর্পোরেশনের নোটিশ বোর্ডে লটকাইয়া দিতে হইবে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(১৪) উপ-অনুচ্ছেদ (১৩) এর অধীন তালিকা প্রকাশের পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বরাদ্দ প্রাপকের অনুকূলে ও তাহাদের স্থায়ী ঠিকানায় বরাদ্দ কমিটির সভাপতি বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে সাময়িক বরাদ্দপত্র প্রেরণ করিতে হইবে।

(১৫) সাময়িক বরাদ্দপত্র প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে কোন বরাদ্দ প্রাপক দোকানের বরাদ্দ গ্রহণে অপারগতা জানাইলে উক্ত দোকান ক্রমান্বয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ সর্বোচ্চ দরদাতা (যদি থাকে) আগ্রহী হইলে তাহাকে বরাদ্দ প্রদান করিতে হইবে অথবা পুনঃদরপত্র আহবান করা যাইবে।

(১৬) সাময়িক বরাদ্দপত্র প্রাপক বরাদ্দ গ্রহণে অপারগতা জানাইলে সালামি হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) অর্থ কর্পোরেশনের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

(১৭) উপ-অনুচ্ছেদ (১৪) এর অধীন প্রদত্ত সাময়িক বরাদ্দপত্রে বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং সালামির অবশিষ্ট টাকা পরিশোধের সময়সীমা, কিস্তির পরিমাণ ও সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলী উল্লেখ করিতে হইবে।

(১৮) মেয়র, ক্ষেত্রমতে, প্রশাসক অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) এবং (২) এর দফা (খ) এর অধীন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও মনোনীত ব্যক্তির অনুকূলে কোন দোকান সরাসরি বরাদ্দ প্রদান করিতে পারিবেন, এবং উক্তরূপ বরাদ্দ গ্রহীতার ক্ষেত্রেও উপ-অনুচ্ছেদ (৫), (৬), (৭), (৮), (৯), (১৩) এবং (১৪) এর বিধান প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে, প্রযোজ্য হইবে।

৮। **লটারী**।—(১) অনুচ্ছেদ (৭) এর উপ-অনুচ্ছেদ (১০) এর অধীন দোকান বরাদ্দের সুপারিশ প্রদানের ক্ষেত্রে বরাদ্দ কমিটির সভায় লটারীর মাধ্যমে বরাদ্দ গ্রহীতা নির্বাচন করা যাইবে।

(২) লটারী অনুষ্ঠানের স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ করিয়া লটারী অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ৭ (সাত) কার্যদিবস পূর্বে কর্পোরেশনের নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি জারি এবং কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৩) লটারী অনুষ্ঠানের স্থানে আবেদনকারী বা তাহার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

৯। **জমাকৃত অর্থ ফেরত প্রদান**।—(১) কোন আবেদনকারী যদি বরাদ্দপত্র প্রদানের পূর্বে বরাদ্দ গ্রহণের অসম্মতি প্রকাশ করিয়া জমাকৃত অর্থ ফেরত প্রদানের জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে কর্পোরেশন উক্ত আবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে জমাকৃত পে-অর্ডার ও ব্যাংক ড্রাফট বা জমাকৃত টাকা আবেদনকারী বা আবেদনকারীর পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ফেরত প্রদান করিবে।

(২) কোন ব্যক্তিকে দোকান বরাদ্দ প্রদান করা না হইলে কর্পোরেশন তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে পে-অর্ডার ও ব্যাংক ড্রাফট বা জমাকৃত টাকা আবেদনকারী বা এতদুদ্দেশ্যে তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির নিকট ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

১০। **অস্থায়ী মার্কেট বা দোকান নির্মাণ**।—(১) কর্পোরেশন, উহার মালিকানাধীন ভূমিতে, তৎকর্তৃক নির্মাণ ব্যয় ও ভাড়া নির্ধারণপূর্বক, স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সমিতির সদস্যগণের নিকট হইতে নির্মাণ ব্যয় বাবদ আদায়কৃত অর্থ দ্বারা অস্থায়ী দোকান বা মার্কেট নির্মাণ করিয়া সমিতি বা সমিতির সদস্যদের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) সমিতি নিজস্ব অর্থে দোকান নির্মাণ করিতে চাহিলে কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে ও কর্পোরেশন কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুসারে উহা করিবার অনুমতি প্রদান করা যাইবে।

১১। **দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় বিধান**।—(১) বরাদ্দ কমিটির সুপারিশ ব্যতীত কোন স্থায়ী বা অস্থায়ী দোকান বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (খ) এর অধীন দোকান বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে বরাদ্দ কমিটির সুপারিশ প্রয়োজন হইবে না।

(২) বরাদ্দ কমিটি, কর্পোরেশনের পরিকল্পনা বহির্ভূত মার্কেট বা ভবনের মূল পরিকল্পনার বাহিরে কোন স্থায়ী বা অস্থায়ী দোকান বরাদ্দ প্রদানের সুপারিশ করিতে পারিবে না।

(৩) অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (খ) এর অধীন কোন ব্যক্তিকে বা তাহার পরিবারের কোন সদস্যকে একাধিক দোকান বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে না।

১২। **সালামি ও মাসিক ভাড়া নির্ধারণ**।—(১) কর্পোরেশন, বরাদ্দ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, নির্মিত, নির্মাণাধীন বা নির্মিতব্য মার্কেটের কোন দোকানের অগ্রিম সালামি, সালামি ও মাসিক ভাড়া নির্ধারণ করিবে।

(২) বরাদ্দ কমিটি, উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সুপারিশ প্রণয়নকালে দোকানের অবস্থান, নির্মাণ খরচ, আয়তন ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি (যেমন: ভূমির মূল্য ব্যতিত অন্যান্য খরচ এবং বিনিয়োগের উপর মার্কেটের অবস্থান ভেদে মুনাফা) বিবেচনা করিবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) ও (২) এর বিধান থাকা সত্ত্বেও, কোন মার্কেটের সালামি ও ভাড়া নির্ধারণপূর্বক দোকান বরাদ্দের উদ্দেশ্যে পরপর ৩ (তিন) বার পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া দোকান বরাদ্দ প্রদান করা সম্ভব না হইলে বরাদ্দ কমিটি স্থানীয় ভাড়া যাচাইপূর্বক ভাড়া প্রদানের সুপারিশ করিবে।

(৪) কর্পোরেশনের সভায় উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীন সুপারিশ অনুমোদন সাপেক্ষে উক্ত দোকান ভাড়া প্রদান করা যাইবে।

১৩। **চুক্তি সম্পাদন ও দখল হস্তান্তর**।—(১) কর্পোরেশন নির্ধারিত সালামির সমুদয় টাকা পরিশোধের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বরাদ্দ প্রাপককে চূড়ান্ত বরাদ্দ পত্র প্রদান করিতে হইবে।

(২) কর্পোরেশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাদ্দ প্রাপকের সহিত কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরম অনুসরণে একটি বরাদ্দ চুক্তিপত্র সম্পাদন করিবেন।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন চুক্তিপত্র সম্পাদিত হইবার ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে কর্পোরেশন, দোকানের দখল বরাদ্দ প্রাপকের নিকট হস্তান্তর করিবে।

(৪) কর্পোরেশন দখল হস্তান্তরের তারিখ হইতে বরাদ্দ প্রাপকের নিকট হইতে অনুচ্ছেদ (১২) এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) ও (২) এর অধীন নির্ধারিত দোকানের ভাড়া আদায় করিবে।

১৪। **দোকানের দখল সমর্পণ**।—(১) কোন বরাদ্দ প্রাপক যদি দোকানের দখল বুঝিয়া পাইবার পূর্বে দোকান কর্পোরেশনের নিকট সমর্পণ (Surrender) করেন, তাহা হইলে সালামির অর্থের ১০% (শতকরা দশ ভাগ) কর্তন সাপেক্ষে, উক্ত বরাদ্দ বাতিল করিয়া সমর্পনের ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তাহাকে অবশিষ্ট টাকা ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(২) কোন বরাদ্দ প্রাপক দোকানের দখল বুঝিয়া পাইবার পরবর্তী কোন সময় যদি উক্ত দোকান কর্পোরেশনের নিকট সমর্পণ করেন, তাহা হইলে সালামির অর্থের ৪০% (শতকরা চল্লিশ ভাগ) এবং কর্পোরেশনের অন্যান্য পাওনা, যদি থাকে, কর্তন সাপেক্ষে উক্ত বরাদ্দ বাতিল করিয়া সমর্পনের ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তাহাকে অবশিষ্ট টাকা ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

১৫। **বরাদ্দ গ্রহীতা কর্তৃক ব্যাবসা শুরুর সময়সীমা**।- (১) কোন বরাদ্দ গ্রহীতা দোকানের দখল বুঝিয়া পাইবার ১২০ (একশত বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে ব্যাবসা শুরু করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, বরাদ্দ প্রাপকের আবেদনক্রমে কর্পোরেশন বিশেষ বিবেচনায় উক্তরূপ সময়সীমা অনধিক ৬০ (ষাট) কার্যদিবস পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবে।

(২) কোন বরাদ্দগ্রহীতা উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে ব্যাবসা শুরু না করিলে উক্ত সময় অতিবাহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বরাদ্দ বাতিল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং কর্পোরেশন জমাকৃত সালামির টাকার ১০% (শতকরা দশ ভাগ) ও অন্যান্য পাওনা, যদি থাকে, কর্তন করিয়া বরাদ্দ বাতিলের ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে বরাদ্দ গ্রহীতাকে সালামির অবশিষ্ট টাকা ফেরত প্রদান করিবে।

১৬। **মাসিক ভাড়া পরিশোধ**।—(১) বরাদ্দ গ্রহীতা প্রতি মাসের ভাড়া উক্ত মাসের মধ্যে কর্পোরেশন বরাবর তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট ব্যাংকে জমা প্রদান করিবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন পর পর ৩ (তিন) মাস দোকান ভাড়া পরিশোধে ব্যর্থ হইলে পরবর্তী মাসের ১ (এক) তারিখ হইতে ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) হারে সারচার্জ আরোপ করা যাইবে।

১৭। **দোকানের হস্তান্তর বা নামজারী, ইত্যাদির ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ**।—(১) বরাদ্দ গ্রহীতা স্থায়ী বা অস্থায়ী দোকান কর্পোরেশনের অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য কাহারো নিকট দখল হস্তান্তর বা নামজারী এবং ভাড়া বা সাবলেট প্রদান করিতে পারিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, কর্পোরেশনের পূর্বানুমোদনক্রমে ০৩ (তিন) মাসের ভাড়ার সমপরিমাণ টাকা অনুমতি ফি প্রদান সাপেক্ষে দোকান ভাড়া বা সাবলেট প্রদান করা যাইবে এবং হস্তান্তরিত মূল্যের ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) বা ১২ (বার) মাসের ভাড়ার মধ্যে যেটি বেশি হয় সেই পরিমাণ টাকা হস্তান্তর-ফি হিসাবে জমা প্রদান করিয়া অন্যত্র হস্তান্তর করা যাইবে।

(২) দোকানের হস্তান্তর বা নামজারী এবং ভাড়া বা সাবলেট প্রদানের ক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে কর্পোরেশনের রাজস্ব বিভাগ উক্ত কার্যক্রম সম্পাদন করিবে।

১৮। **দোকানের রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ইত্যাদি**।—বরাদ্দ গ্রহীতা নিজ খরচে দোকানের বৈদ্যুতিক লাইন সংযোজনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ফিটিংস লাগাইবে এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত করিবে।

১৯। **কাঠামোগত মৌলিক পরিবর্তন নিষিদ্ধ**।—(১) বরাদ্দ গ্রহীতা দোকানের কোন কাঠামোগত মৌলিক পরিবর্তন করিতে পরিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, কর্পোরেশনের লিখিত পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে বরাদ্দ গ্রহীতা নিজ খরচে কর্পোরেশনের প্রকৌশল বিভাগের তত্ত্বাবধানে কাঠামোগত মৌলিক পরিবর্তন না করিয়া অস্থায়ীভাবে উহার পুনর্বিন্যাস করিতে পারিবে।

(২) কর্পোরেশনের বিদ্যমান কোন মার্কেট ভাঙ্গিয়া পুনঃনির্মাণকালীন সময় বরাদ্দ গ্রহীতা কর্পোরেশনের চাহিদা মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দোকান খালি করিতে বাধ্য থাকিবে এবং দোকান খালি করিবার কারণে যদি তাহার ব্যবসায় সাময়িক অসুবিধা হয়, তবে উহার জন্য কর্পোরেশনের নিকট হইতে কোন ক্ষতিপূরণ দাবি করা যাইবে না।

২০। **দোকানের ব্যবহার**।—যেই ব্যাবসার জন্য দোকান বরাদ্দ প্রদান করা হইয়াছে, সেই ব্যাবসা ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যাবসা বা আবাসিক বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহার করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) কর্পোরেশনের পূর্বানুমোদনক্রমে বরাদ্দ গ্রহীতা সংশ্লিষ্ট দোকানের ১২ (বার) মাসের ভাড়ার সমপরিমাণ টাকা কর্পোরেশনের অনুকূলে জমা প্রদান করিয়া কেবল ব্যাবসার ধরন পরিবর্তন করিতে পারিবে, এবং

(খ) কর্পোরেশন পূর্বানুমোদন প্রদানের পূর্বে ব্যাবসার ধরন পরিবর্তনের প্রকৃতি ও বৈধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইবে।

২১। **সার্ভিস চার্জ ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধ**।—(১) কর্পোরেশন কর্তৃক ধার্যকৃত সার্ভিস চার্জ বা ফি বরাদ্দ গ্রহীতা কর্পোরেশন বরাবর তদকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিজ উদ্যোগে পরিশোধ করিবে।

(২) বরাদ্দকৃত দোকানে বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, টেলিফোন বা অনুরূপ কোন সার্ভিস গ্রহণ করা হইলে বরাদ্দ গ্রহীতা উহার জন্য প্রয়োজনীয় চার্জ বা ফি বা বিল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নিয়মিতভাবে নিজ উদ্যোগে পরিশোধ করিবে।

২২। **পরিদর্শন**।—(১) কর্পোরেশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোন সময় দোকান পরিদর্শন করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ গ্রহীতা বা তাহার প্রতিনিধি অনুরূপ পরিদর্শনের জন্য সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

(২) পরিদর্শনকালে কোন দোকান যদি অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর পরিলক্ষিত হয়, তবে কর্পোরেশন নোটিশের মাধ্যমে উহা পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত করিবার জন্য বা উহার অস্বাস্থ্যকর উপাদানসমূহ অপসারণ করিবার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করিবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বরাদ্দ গ্রহীতা যদি দোকান পরিচ্ছন্ন বা স্বাস্থ্যসম্মত না করেন বা উহার অস্বাস্থ্যকর উপাদান অপসারণ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে কর্পোরেশন নিজ খরচে দোকান পরিচ্ছন্ন বা স্বাস্থ্যকর করিবার জন্য বা উহার অস্বাস্থ্যকর উপাদান অপসারণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার করিতে পারিবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীন প্রয়োজনীয় সংস্কার বাবদ যে অর্থ ব্যয় হইবে, বরাদ্দ গ্রহীতা উক্ত সমুদয় অর্থ কর্পোরেশন বরাবর তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট ব্যাংকে জমা প্রদান করিবেন।

২৩। **ভাড়া, ইত্যাদি বৃদ্ধি বা পুনঃনির্ধারণ**।—(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন বা বিধিতে ভিন্নতর বিধান থাকা সত্ত্বেও, কর্পোরেশন দোকানের ভাড়া বা সালামি প্রতি ৩ (তিন) বৎসর অন্তর বরাদ্দ কমিটির সুপারিশক্রমে বৃদ্ধি বা পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন ভাড়া বা সালামি বৃদ্ধি বা পুনঃনির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার অনুরূপ মার্কেটে প্রচলিত ভাড়া বা বিভিন্ন ফি এর হার বিবেচনা করিতে হইবে।

২৪। **ভাড়া ও অন্যান্য পাওনা সরকারি দাবি হিসাবে আদায়**।—বরাদ্দ গ্রহীতার নিকট হইতে বকেয়া ভাড়া ও অন্যান্য পাওনা আইনের ধারা ৮৭ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারি দাবি হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

২৫। **বরাদ্দ বাতিল**।—(১) নিম্নবর্ণিত কারণে দোকানের বরাদ্দপত্র বাতিল করা যাইবে, যথা:-

(ক) অনুচ্ছেদ ২০ এর বিধান লঙ্ঘন করিলে;

(খ) কোন বরাদ্দ গ্রহীতা বরাদ্দ পত্রের শর্ত ভঙ্গ করিলে বা প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে বা বাস্তবায়ন না করিলে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা পূরণ করিতে না পারিলে;

(গ) নির্ধারিত সময় ভাড়া, সালামি ও অন্যান্য ফি ও সার্ভিস চার্জ প্রদান না করিলে; এবং

(ঘ) বরাদ্দ গ্রহীতা চুক্তিপত্রের কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে।

(২) বরাদ্দ বাতিলের আদেশ প্রদানের পূর্বে কর্পোরেশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত দোকানের বিষয়ে সরেজমিনে অনুসন্ধান বা তদন্তপূর্বক লিখিত ও বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত কারণে বরাদ্দ বাতিলের পূর্বে বরাদ্দ গ্রহীতাকে কর্পোরেশন কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিবে এবং এ সম্পর্কে নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জবাব বা বক্তব্য লিখিতভাবে কর্পোরেশনের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীন কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রাপ্তির পর বরাদ্দ গ্রহীতা নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোন জবাব প্রদান না করিলে বা তাহার বক্তব্য কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনক না হইলে বরাদ্দ কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে কর্পোরেশন উক্ত দোকানের বরাদ্দ বাতিল করিতে পারিবে এবং বরাদ্দ বাতিলের আদেশ লিখিতভাবে বরাদ্দ গ্রহীতাকে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৫) দোকানের বরাদ্দ বাতিলাদেশ প্রদান করা হইলে, কর্পোরেশন অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট দোকানের দখল গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এই উপ-আইন অনুযায়ী পুনরায় বরাদ্দ প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) কর্পোরেশনের উন্নয়ন বা জনস্বার্থে প্রয়োজন হইলে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের নোটিশ প্রদান করিয়া যে কোন বরাদ্দ বাতিল করিতে পারিবে এবং এক্ষেত্রে বরাদ্দ গ্রহীতা আনুপাতিক হারে সালামি ফেরত পাইবেন।

২৬। **বাতিলকৃত বরাদ্দ পুনর্বহাল**।—(১) অনুচ্ছেদ ২৫ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এর অধীন কোন দোকানের বরাদ্দ বাতিল হইলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত বাতিল আদেশের ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে জরিমানা হিসাবে দোকানের ১২ (বার) মাসের ভাড়ার সমপরিমান টাকার পে-অর্ডার এর মাধ্যমে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর প্রদান সাপেক্ষে দোকানটি পুনঃবরাদ্দের জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর কর্পোরেশন যথাযথ মনে করিলে বাতিলকৃত বরাদ্দ পুনর্বহাল করিতে পারিবে।

২৭। **পুনর্বিবেচনা**।—(১) এই উপ-আইনের অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি আদেশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য মেয়রের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনের সহিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(৩) মেয়র সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উহা, এই উপ-আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ যে কোন আদেশ প্রদান করিয়া, নিষ্পত্তি করিবে।

২৮। **আপিল**।—(১) অনুচ্ছেদ ২৭ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীন মেয়র কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি, সরকারের নিকট উক্ত আদেশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে আপিল করিতে পারিবে এবং সেক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

২৯। **বিদ্যমান দোকানের ক্ষেত্রে এই উপ-আইনের প্রয়োগ**।—এই উপ-আইন জারী হওয়ার পূর্বে কর্পোরেশন কর্তৃক যে সকল দোকান বরাদ্দ প্রদান করা হইয়াছে, সেই সকল দোকানের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট চুক্তির শর্তাবলী সাপেক্ষে, এই উপ-আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

"ফরম-ক"

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

দোকান বরাদ্দের আবেদনপত্র

[অনুচ্ছেদ-৭ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) দ্রষ্টব্য]

১। আবেদনকারীর নাম	:	
২। পিতা/স্বামীর নাম	:	
৩। মাতার নাম	:	
৪। জন্ম তারিখ	:	
৫। জাতীয়তা	:	
৬। স্থায়ী ঠিকানা	:	
৭। বর্তমান ঠিকানা	:	
৮। জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর (NID)	:	
৯। পেশা	:	
১০। বর্তমানে কি ব্যবসায়রত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:	
১১। Tax Identification No.(যদি থাকে)	:	
১২। Business Identification No. (যদি থাকে)	:	
১৩। পাসপোর্ট নম্বর (যদি থাকে)	:	
১৪। বিগত বৎসরের আয়কর প্রদানের সার্টিফিকেট (যদি থাকে)	:	
১৫। আবেদনের ধরণ (টিক চিহ্ন দিতে হইবে)	:	(ক) মুক্তিযোদ্ধা (খ) জাতীয় ক্ষেত্রে অবদান (গ) প্রতিবন্ধী (ঘ) সাধারণ কোটা (ঙ) মেয়র বা প্রশাসক কোটা ও অন্যান্য।
১৬। মার্কেটের নাম	:	প্রার্থীত দোকানের আয়তন .... দোকান নম্বর.................... তলা/ফ্লোর......................
১৭। কর্পোরেশনের কোন মার্কেটে নিজ বা পরিবারের সদস্যের নামে দোকান বরাদ্দ আছে কিনা?	:	হ্যাঁ/না

১৮। পে-অর্ডার নম্বর........................, তারিখ....................., টাকার পরিমাণ..................., ব্যাংকের নাম............................, শাখা..........................

১৯। প্রদত্ত সালামির পরিমাণ ....

বর্ণিত তথ্যাদি সঠিক, কোন রকম সত্য গোপন করা হয় নাই বা কোন মিথ্যা তথ্য প্রদান করা হয় নাই এবং প্রদত্ত তথ্যাদি মিথ্যা প্রমাণিত হইলে আমার বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

বিঃদ্রঃ আবেদনের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় সনদসহ হালনাগাদ সকল কাগজ দাখিল করিতে হইবে।

সিটি কর্পোরেশনের আদেশক্রমে

মোঃ মাহমুদুর রহমান হাবিব
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভাঃ)
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd